রচনা

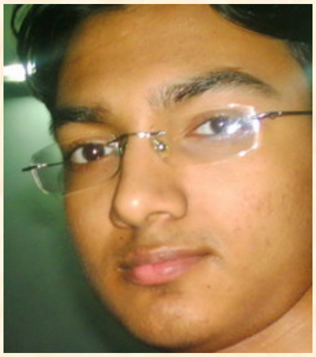

লেখকঃ মুহাম্মদ শাহেদ ফয়সাল

email: sfaisal2005@gmail.com

ছায়ানীল

নীল ঘরের আলো জ্বালানোর সুইচটা খুঁজছে। নিজের ঘর অথচ কিছুতেই সে সুইচটা খুঁজে পাচ্ছে না। আজব ব্যাপার! গেল কই সুইচটা? সারা শরীর ঘামে নেয়ে যাচ্ছে ওর। ভোর রাতের এই প্রচণ্ড শীতেও সে দরদর করে ঘামছে। কারও শরীর থেকে কিভাবে এত ঘাম বের হতে পারে ভেবে অবাক লাগছে ওর। অনেক হাতড়েও সে শেষ পর্যন্ত সুইচটা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। পায়ে পায়ে সে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। এক গ্লাস পানি খাওয়া দরকার। গলা-বুক প্রচণ্ড শুকিয়ে আছে। শরীর থেকে ঘাম বের হলে গলা-বুকই মনে হয় প্রথমে শুকায়। পানির জগটা হাতে নিয়ে অভ্যাস মত গ্লাস ছাড়াই খেতে গেল নীল, কিন্তু পারল না। হাতটা প্রচণ্ড কাঁপছে ওর; সম্ভবত শীতে। হাতড়ে হাতড়ে সে একটা গ্লাস খুঁজে বের করে তাতে পানি ঢালতে লাগল। ঝিরঝির শব্দে গ্লাসে পানি ভরছে। রাতের নীরবতার মাঝে ভারি অদ্ভুত শোনাচ্ছে সেই শব্দ। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বাকি পানিটা নিয়ে ওর প্রিয় রকিং চেয়ারটাতে গিয়ে বসল নীল। আরেক চুমুক পানি খেয়ে স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগল। কী অদ্ভুত স্বপ্ন! এর আগেও সে অনেক খারাপ স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু আজকের স্বপ্নটা আগের সব দুঃস্বপ্নকে ছাড়িয়ে গেছে। বিষণ্ন চেহারার একটা মানুষ তার মাথার চুলগুলো ধরে পলকা সুতোর মত মাথাটা টেনে দেহ থেকে ছিঁড়ে ফেলল। দেহটা স্থির দাঁড়িয়ে রইল, মাথাটা হাত থেকে খসে পড়ে গড়িয়ে ওর পায়ের কাছে এসে ঠেকল। বিষণ্ন চোখ

দু'টা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। কী ভয়ংকর সেই দৃষ্টি। প্রাণহীন চোখে এত শুন্যতা থাকতে পারে কে জানত! ভাবতেই শিউরে উঠলো নীল। প্রচণ্ড অস্থির লাগছে ওর। বারবার খালি মনে হচ্ছে পায়ের কাছ থেকে একটা প্রাণহীন মাথা শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। থেকে থেকে সারা শরীরে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে ওর।

নাহ, ভাবনাটা অন্য দিকে ফেরানো দরকার। কিন্তু কী ভাববে সে? হঠাৎ করেই তার ভাবনার জগৎটা কেমন অন্ধকার হয়ে গেছে। রাকার কথা মনে পড়ল ওর। চমৎকার একটা মেয়ে। ছ'মাস আগে যখন ওর প্রচণ্ড খারাপ সময় যাচ্ছিল তখন রাকাকেই কেবল পাশে পেয়েছিল সে। রাকার অনুপ্রেরণাতেই আবার ভেঙে পড়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে নীল। তখন থেকেই ধীরে ধীরে রাকাকে ভাল লেগে গিয়েছিল ওর। বন্ধুর আসন থেকে কখন যে ওকে আরও ঘনিষ্ঠ কারও আসনে বসিয়ে ফেলেছিল সে নিজেও জানে না। গতকাল নীলের জন্মদিন ছিল। গতকালই রাকাকে জানিয়েছিল ওর ভাল লাগার কথা। অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল রাকা। বলেছিল, "এসব তুই কি বলছিস নীল? আমি তো তোকে শুধুই বন্ধু ভেবেছি। তুই কেন এভাবে ভাবতে গেলি? তাছাড়া... তাছাড়া আমি তো কমিটেড। আমি তোকে কি করে ভালবাসব, বল। প্লিজ্ তুই আমাদের বন্ধুত্বটা নষ্ট করিস না... প্লিজ্ এভাবে ভাবতে যাস না।" নীলের কাছে পুরো পৃথিবীটা কেমন নীরব হয়ে গিয়েছিলো। চারপাশের কোলাহল, শব্দ কিছুই তার কানে ঢুকছিল না। সে কেবল দেখতে পাচ্ছিল বিব্রত, অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে রাকা তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে রাকা বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আজ আর ভার্সিটিতে যায়নি নীল। কাল সারা রাত চেষ্টা করেও কোনো এক অজানা কারণে ঘুমাতে পারেনি। অদ্ভুত এক শূন্যতাবোধ চেপে ধরেছিল ওকে। আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছিল মাথা ব্যথা। শরীর বারবার জানান দিচ্ছিল তার ঘুম দরকার। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না ওর। শেষে রাত ১০টার দিকে কয়েকটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল সে। শরীর নিজে থেকেই ঘুমে ঢলে পড়েছিল। তারপরে এই ভোর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠা।

আবার স্বপ্নটার কথা মনে হল ওর। কী বীভৎস স্বপ্ন! তবুও কেন বারবার মনে হচ্ছে ওটার কথা? স্বপ্নের মধ্যে কিছু একটা ছিল যেটা অস্পষ্টভাবে ওর মনকে বারবার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, খুব পরিচিত একটা কিছু। কী হতে পারে সেটা? নীল জোর করে আবার ভাবতে গেল স্বপ্নটার কথা। অদ্ভুত বিষণ্ন চেহারার সেই মানুষ... মাথাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল... সেটা গড়িয়ে এসে থামল ওর পায়ের কাছে... শূন্য চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। নীলের মনে হতে লাগল সে সত্যি সত্যি চোখ দু'টা দেখতে পাচ্ছে। মানুষটার চেহারা ওর কাছে খুব পরিচিত মনে হল। কে ঐ মানুষটা? আরেকটু মনোযোগ দিয়ে ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল নীল। বিষণ্নতার কারণে ভীষণ অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছিল বলে সে এতক্ষণ মানুষটাকে চিনতে পারেনি। মানুষটা সে নিজেই! সে নিজেই স্বপ্নের মাঝে তার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা করেছিল। সে নিজেই শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। ভয়ের একটা শীতল শিহরণ শিরশির করে নীলের মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল। সাথে সাথে ছোট্ট একটা ভাবনাও খেলা করে গেল ওর মাথায়। আচ্ছা, স্বপ্ন কি সত্যি হয়? না কি একে সত্যি করতে হয়? অদ্ভুত এক ভাবনা! কিন্তু হঠাৎ করেই ভাবনাটা তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে নিল। নীল দুই হাত দিয়ে ওর মাথাটা চেপে ধরল - আবার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে ওর। মাথার ভেতর তখন কেবল একটা কথাই বেজে চলেছে, স্বপ্ন কি সত্যি হয় না কি একে সত্যি করতে হয়? পানির গ্লাসটা পাশের সাইড টেবিলে রাখা ছিল, নীল হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। চুমুক দিতে গিয়ে দেখল গ্লাসে আর পানি নেই। শূন্য গ্লাসটা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো নীল। ধীর পায়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। গ্লাসটা রাখতে হবে। তাছাড়া, টেবিলের উপর একটা ছুরিও থাকার কথা।